দৈনিক ইনকিলাব

389

তারিখ ... APR 1 7 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৬ জন শিক্ষকের বিবৃতি

এই সরকারের দাম্ভিকতা ও ফ্যাসিবাদী আচরণ '৭২-৭৫ সালের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৬ জন শিক্ষক দেশের সকল ক্ষেত্রে ক্রম অবনতিশীল পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বিবৃতিতে তারা বলেন, জনজীবনের সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে এ সরকার সংকটের পাহাড় গড়ে তুলেছে। বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সংকটে নাগরিক জীবন

১১-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

১০৬ জন শিক্ষকের বিবৃতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আজ বিপর্যস্ত। সর্বোপরি এই সরকারের দাম্ভিকতা ও ফ্যাসিবাদী আচরণ '৭২-৭৫ সালের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ বিবৃতিতে বলেন, আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর থেকে দেশ ক্রমান্বয়ে গভীর সংকটে নিপতিত হয়ে পড়ছে। সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে চরম হতাশাজনক পরিস্থিতি। সরকারের অদক্ষতা, স্বেচ্ছাচারী মনোভাব ও উগ্র দলীয়করণের কারণে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে বিশৃংখলা। সরকারের ভুল নীতি ও পদক্ষেপের কারণে শেয়ার বাজারে অর্থ বিনিয়োগ করে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিঃস্ব হয়ে গেছে। পাট, চামড়া, চিনিসহ অর্থনীতির প্রায় প্রতিটি খাত বিপর্যস্ত। বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতির ফলে জনগণের জীবন-জীবিকা সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ বিবৃতিতে উল্লেখ করেন, দেশে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতির ফলে মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিয়েছে। খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, ডাকাতি, অপহরণ, চাঁদাবাজি, চর দখলের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হল দখল, বাজার দখল, বাসস্ট্যান্ড দখল, ইজারা দখল ইত্যাদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায় সর্বস্তরের মানুষ আজ আতঙ্কগ্রস্ত।

আইন-শৃংখলার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীর নৈতিকতা ও শৃংখলা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ায় তারা অসামাজিক ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যাপকভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়নে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা বেড়ে গেছে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করায় সরকার আন্তরিক নয়, বরং প্রকৃত অপরাধীকে আড়াল করার জন্য রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের উপর সমস্ত দায় চাপিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে এবং তাদেরকে ঘায়েল করার তৎপরতা শুরু করেছে।

বিবৃতিতে তারা বলেন, সরকারের দাম্ভিকতা ও ফ্যাসিবাদী আচরণ '৭২-৭৫ সালের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। বিগত নির্বাচনের প্রাক্কালে বর্তমান সরকারী দল অতীতের কৃতকর্মের জন্য যেভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল এবং যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে জনগণের উপর পেশীশক্তি প্রদর্শন করতে শুরু করেছে। জনজীবনের সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে এ সরকার সংকটের পাহাড় গড়ে তুলেছে। বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সংকটে নাগরিক জীবন আজ বিপর্যস্ত। আইনের শাসনের প্রতি সরকারের অবজ্ঞা প্রদর্শন, জাতীয় সংসদকে অকার্যকর করা, রেডিও-টেলিভিশনকে কুক্ষিগতকরণ, বিরোধী মতের প্রতি অসহিষ্ণুতা, বিচার বিভাগের উপর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের পারিবারিকীকরণ, নতজানু পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি দেশকে কঠিন সংকটের মধ্যে নিপতিত করেছে। এছাড়া, পার্বত্য শান্তিচুক্তির নামে বাংলাদেশের এক দশমাংশ ভূমি ভারতের ট্রেনিংপ্রাপ্ত সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতে তুলে দেয়া এবং গ্যারান্টি ক্লজ ও মধ্যস্থতার বিধান ব্যতীত ফারাক্কা চুক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সরকার দেশ ও জনগণের সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

শিক্ষকবৃন্দ বিবৃতিতে বলেন, আমরা মনে করি, এ ধরনের একটি সংকটময় ও দুঃসহ অবস্থা থেকে দেশ ও জনগণকে রক্ষা করার জন্য সরকারের উচিৎ ব্যর্থতার সমস্ত দায়-দায়িত্ব স্বীকার করে অনতিবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণকে তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ দেয়া। শিক্ষকবৃন্দ এ পরিপ্রেক্ষিতে দেশ ও জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে বিরোধী দল ও সামাজিক শক্তিগুলোকে মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবীতে সোচ্চার হবার ও আন্দোলন সংগঠিত করার আহবান জানান।

বিবৃতিদাতা ১০৬ জন শিক্ষকের মধ্যে রয়েছেন– অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ, অধ্যাপক আফতাব আহমদ, অধ্যাপক মোঃ আসাদুজ্জামান, অধ্যাপক আবুল কালাম, মঞ্জুর মোর্শেদ, প্রফেসর আবু আহমেদ, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অধ্যাপক এরশাদুল বারী, অধ্যাপক (ডাঃ) সাঈদ-উর রহমান, অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ। অধ্যাপক মোঃ শফিকুর রহমান, অধ্যাপক মোঃ খলিলুর রহমান, ডঃ নজরুল ইসলাম, ডঃ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক আবুল কালাম, অধ্যাপক মোহাম্মদ তৌহিদুল আনোয়ার, অধ্যাপক শাহিদা রফিক, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম খান, অধ্যাপক আনোয়ারা বেগম; ডঃ জাহাঙ্গীর হোসেন সর্দার, অধ্যাপক কামরুল আহসান চৌধুরী, অধ্যাপক একেএম শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন, ডঃ মোঃ আব্দুল কাদের, ডঃ বদরুল আলম, অধ্যাপক এমএম ইসলাম, অধ্যাপক আমজাদ হোসেন, ডঃ এনামুল হক, মোঃ আতাউর রহমান; কাওসার মুস্তফা, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, ডঃ নূরুল ইসলাম, ডঃ মোঃ আবু তাহের; ডঃ সৈয়দ রাশিদুল হাসান, অধ্যাপক বেলায়েত হোসেন, ওমর আল-ফারুক, সিরাজুল হক, অধ্যাপক আবুল বাশার, অধ্যাপক মাহমুদ-উল-আমিন, অধ্যাপক এস এম এ ফয়েজ, অধ্যাপক আ. ফ. ম. ইউসুফ হায়দার. মোঃ ফেরদৌস হোসেন প্রমুখ।